লক্ষণা।

❑ ৭.৬. গৌণীবৃত্তি

তর্কদীপিকা ঃ গৌণ্যপি লক্ষণৈব লক্ষ্যমাণ-গুণ-সম্বন্ধরূপা। যথা—অগ্নির্মাণবক ইতি।

৭.৬. ব্যাখ্যা ঃ অনেকে 'শক্তি ও 'লক্ষণা'র মতো শব্দের অপর এক বৃত্তির, **গৌণী-বৃত্তির,** উল্লেখ করেন। এঁদের মতে, শব্দের দুটি মাত্র বৃত্তি নয়, 'গৌণী' নামক এক অতিরিক্ত বৃত্তিও আছে। এই গৌণীবৃত্তি হল, **'লক্ষ্যমাণ (শক্যবৃত্তি) গুণের সম্বন্ধ স্বরূপ'**। যেমন,— 'অগ্নির্মাণবক'— 'তরুণ পণ্ডিতটি অগ্নি'। এখানে অগ্নি ও মানবকের অভেদ প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ হওয়ায় বক্তা অবশ্যই মানবককে অগ্নিরূপে চিহ্নিত করেননি। অগ্নিরূপ উষ্ণ জড় দ্রব্যের সঙ্গে চেতন মানবকের (তরুণ পণ্ডিতের) অভেদ কখনও বক্তার অভিপ্রেত হতে পারে না। তবে,

মানবকটির মধ্যে, অগ্নির মতো, তেজস্বিতা, শুচিতা, দীপ্তি প্রভৃতি প্রকটিত হয় বলেই 'অগ্নি সদৃশ মাণবক', এই অর্থেই বক্তা 'অগ্নির্মানবক' বলেছেন।

'অগ্নির্মানবক'—'এই তরুণ পণ্ডিতটি অগ্নি' বাক্যটির অর্থ 'অগ্নি-সদৃশ মানবক'-এভাবে গ্রহণ করলে, 'অগ্নি-সদৃশ' অর্থটিকে 'অগ্নি' শব্দের 'শক্যার্থ' অথবা 'লক্ষ্যার্থ'রূপে গণ্য করা যাবে না, অতিরিক্ত এক অর্থরূপে, 'গৌণী' অর্থরূপে, গণ্য করতে হবে—গুণ সম্বন্ধে উক্ত হওয়ায় অর্থটিকে বলা হয় 'গৌণী অর্থ', এবং বৃত্তিটিকে বলা হয় 'গৌণীবৃত্তি'। 'অগ্নির্মানবক' = 'অগ্নি-সদৃশ মানবক', এমন বললে, সেক্ষেত্রে 'অগ্নি' শব্দটি শক্তি-দ্বারা 'অগ্নি-সদৃশ' অর্থকে নির্দেশ করতে পারে না, কেননা ঐ অর্থে, 'সাদৃশ্য' অর্থে, শব্দটির শক্তি থাকে না। শক্তি দ্বারা বোধিত 'অগ্নি' শব্দের সাক্ষাৎ অর্থ বা শক্যার্থ হল, 'প্রজ্জ্বলিত অগ্নি' এবং মানবকটিকে এই অর্থে 'অগ্নি' বলা চলে না। 'অগ্নি' শব্দের অসাক্ষাৎ লাক্ষণিক অর্থ বা লক্ষ্যার্থ হল, অগ্নির সঙ্গে যুক্ত 'উষ্ণতা', এবং মানবকটিকে এই অর্থেও 'অগ্নি' বলা চলে না। তথাপি, অগ্নির্মানবক' বলতে যদি বোঝায় 'অগ্নি-সদৃশ মানবক'—'মানবকটির তেজস্বিতা, শুচিতা প্রভৃতি গুণগুলি অগ্নির গুণ-সদৃশ', তাহলে বাক্যটি অর্থহীন হয় না, অর্থপূর্ণ হয়। বাক্যটিকে অর্থপূর্ণরূপে বোধগম্য করার জন্য এখানে তাই শক্তি ও লক্ষণা অতিরিক্ত গৌণীবৃত্তি স্বীকার করতে হয়। মীমাংসকগণ এমন অভিমত পোষণ করে বলেন, শব্দের এপ্রকার অর্থ সাক্ষাৎ না হওয়ায় তা শক্যার্থ নয় ; আবার, অসাক্ষাৎ হলেও তা লক্ষণার দ্বারা বোধিত অর্থ নয় ; এ হল শক্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ থেকে ভিন্ন এক স্বতন্ত্র অর্থ—গৌণী অর্থ।

অন্নংভট্ট উপরি-উক্ত মতের বিরোধিতা করে গৌণী-বৃত্তিকে নিষ্প্রয়োজনীয় বলেছেন। অন্নংভট্টের মতে, গৌণী-বৃত্তি স্বতন্ত্র কোন বৃত্তি নয়, তা লক্ষণারই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ গৌণীবৃত্তি লক্ষণাই। শক্য-সম্বন্ধকে 'লক্ষণা' বলা হয়। শক্য হল শক্যার্থ বা শক্তির দ্বারা বোধিত সাক্ষাৎ অর্থ। শক্য-সম্বন্ধকে যদি 'লক্ষণা' বলা হয়, তাহলে অন্নংভট্টের অভিমত হল, গৌণীবৃত্তিকেও লক্ষণারূপে গণ্য করতে হয়। শক্য-সম্বন্ধ অর্থাৎ শক্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ কখনো সাক্ষাৎসম্বন্ধ হতে পারে, আবার কখনো অসাক্ষাৎ সম্বন্ধ হতে পারে। এখানে 'সাক্ষাৎ' অর্থে 'পরম্পরা', আর 'অসাক্ষাৎ' অর্থে 'পরম্পরা-পরম্পরা'। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এই বাক্যে লক্ষণা হল 'তীর' এবং তীর জলপ্রবাহের সঙ্গে সান্নিধ্য সম্বন্ধে যুক্ত থাকায় 'গঙ্গা' শব্দটি 'তীর'কে বোধিত করলে তা হয় পরম্পরা সম্বন্ধে অর্থ—'গঙ্গা' শব্দটি প্রথমে 'জলপ্রবাহ'কে এবং পরে জলপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত 'তীর'কে বোধিত করে। কিন্তু 'অগ্নির্মাণবক' বললে 'অগ্নি' শব্দটি প্রথমে 'প্রজ্বলিত অগ্নিকে', পরে অগ্নির ধর্ম (গুণ) 'তেজস্বিতা' 'শুচিতা', 'দীপ্তি' ইত্যাদিকে বোধিত করে, এবং তৎপরে সেইসব ধর্ম বা গুণ সদৃশ ধর্ম বা গুণ মানবকে অর্পিত হয়। এখানে সম্বন্ধটি হল পরম্পরা-পরম্পরা। 'অগ্নির্মাণবক'—'তরুণ পণ্ডিতটি অগ্নি-সদৃশ' কথাটির অর্থ হল, 'অগ্নির মধ্যে যেসব গুণ দেখা যায়, মানবকটির মধ্যে সেইসব গুণ-সদৃশ গুণ প্রকটিত হয়'। কাজেই এক্ষেত্রেও 'অগ্নি' শব্দে লক্ষণাই হয়। গৌণী-বৃত্তি লক্ষণারই অন্তর্ভুক্ত। শক্তি ও লক্ষণা অতিরিক্তভাবে গৌণী-বৃত্তি স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। গৌণীকে অতিরিক্ত বৃত্তিরূপে গণ্য করলে গৌরব (দোষ) হয়, লক্ষণার অন্তর্ভুক্ত করলে লাঘব (গুণ) হয়।